The Financial Express
17 May, 2020

DCCI dismayed at container detention charge

FE REPORT

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) expressed concerns over imposing container detention charge amid the virus-induced shutdown situation.

When Bangladesh is imposing the container detention charge, shipping lines in India and New Zealand already exempted the same for the importers, the DCCI said in a statement released on Saturday.

The DCCI also requested the Bangladesh Bank to take cognizance of the law of the land not to allow outward remittance in foreign exchange applied by the shipping lines or their agents as demurrage charge was collected during the shutdown period from

Continued to page 7 Col. 4

Continued from page 8 col. 4

importers violating the circular of DG, Shipping 07/2020 dated 29 April, 2020,

In the wake of this challenging business situation induced by the coronavirus, Department of Shipping issued the circular on April 29 directing shipping lines not to realise container detention charges during the shutdown period, it pointed out.

Despite the directives of the Department of Shipping, the shipping lines were imposing container detention chargers putting a heavy burden on importers in this critical time, it claimed.

Considering the epidemic situation, the shipping liners and agents should waive container demurrage charge and they should abstain from imposing any new or additional charges during the period, it further said.

The Chittagong Port Authority (CPA) has its own authority as per Port Ordinance 1976 to look into the matter and it may take necessary measures against shipping lines if they breach any directives of the CPA in order to reduce port congestion.

There should be a uniform policy governing rational and logical detention charges on import and export shipments by foreign shipping lines.

The DCCI also requested private ICDs/off-dock operators to waive the empty container handling charges and export goods stuffing package charges during the shutdown period.

sajibur@gmail.com

NEW AGE
THE OUTSPOKEN DAILY
17 May, 2020

DCCI worried over container detention charge imposition

Staff Correspondent

DHAKA Chamber of Commerce and Industry on Saturday expressed concerns over imposition of container detention charges by foreign shipping lines amid lockdown-like situation in the country due to coronavirus pandemic.

Some of the foreign shipping lines are imposing excessive demurrages or container detention charges arbitrarily on importers due to absent of uniform policy of governing demurrage charges, DCCI said in a press release issued on the day.

This unregulated container detention charges levied by the shipping lines increase the price of imported raw materials used for manufacturing export items resulting in decline in cost competitiveness of the country's export-oriented sectors, DCCI said.

It also inflates the price of imported products for local consumers, it added.

Foreign shipping lines have been charging detention charges amid the lockdown-like measures the government imposed to check spread of coronavirus since March 26 disobeying an advisory of Department of Shipping.

The department on April 29 issued the advisory directing the shipping lines not to realise container detention charges during the lockdown period.

Shipping lines operating in India and New Zealand are not collecting the charges complying with the directives of the respective authorities in the countries.

DCCI said that delays in evacuation of goods from the ports had become inevitable due to the disturbance of the downstream services amid the unprecedented situation although the government was working towards

Continued on Page 7 Col. 6

smooth functioning of the seaports and to keep operational activities of the ports normal.

DCCI said that the shipping lines and their agents should waive container demurrage charge and abstain from imposing any new or additional charges during the lockdown period.

Moreover, there should be a uniform policy governing rational and logical detention charges on import and export shipment by foreign shipping lines, it said.

The Chittagong Port Authority may also take necessary measures against shipping lines if they breach any directives of CPA related to ease of container congestion at port.

The trade body also urged the Bangladesh Bank not to allow outward remittance in foreign exchange as demurrage charge collected by the shipping lines during the locked-down period violating the advisory of the Department of Shipping.

The New Nation
Independent Daily
17 May, 2020

Business body demands waiver of container detention charges

Economic Reporter

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has demanded the withdrawal of "excessive" and "arbitrary" container detention charges being imposed on importers by some foreign shipping lines by defying a government order.

Besides, the shipping lines should also abstain from imposing any new or additional charges during the ongoing lockdown period, it has also pleaded.

These unregulated charges increase the price of imported raw materials used for manufacturing export items, a DCCI press release said on Saturday.

It results in downgrading cost competitiveness of the country's export-oriented sectors as well as inflates the prices of imported products for local consumers, the release added.

The business organisation also said the Chattogram Port Authority, being empowered by the Port Ordinance 1976, should look into the issue and take necessary measures against responsible shipping lines if they breach any of the government directives.

In the wake of the current challenging business situation induced by the coronavirus, the Department of Shipping issued a circular on April 29 last, directing the shipping lines not to realise container detention charges during the lockdown period.

But shipping lines are imposing the charges, putting a huge burden on importers in this critical time, according to the release.

Around the world, India and New Zealand have already asked their shipping lines not to collect any detention charge from import and export shipments and they have been complying with the order too.

So, private ICDs/off-dock operators in Bangladesh should also waive the empty container handling charges and export goods stuffing package charges during this lockdown period, said the release.

The business organisation also said that a specific ceiling is necessary for maximum demurrage charges/container detention charges as, sometimes, cumulative demurrage charges exceed the consignment value.

Moreover, there should be a uniform policy, governing rational and logical detention charges on import and export shipment by foreign shipping lines.

বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
১৭ মে, ২০২০

কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপে উদ্বিগ্ন ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নভেল করোনাভাইরাস বিস্তারের ক্রান্তিলগ্নে সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলছে। এই সময়ে কনটেইনার ডিটেনশন/ডেমারেজ চার্জ আরোপ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ উদ্বেগ জানিয়ে অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেখিয়ে সংগঠনটি বলছে, ভারত ও নিউজিল্যান্ড এই চার্জ মওকুফ করেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকার সারা দেশে গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে, যা ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার যদিও সমুদ্রবন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে, তবু অন্যান্য সেবা খাত অনেকাংশেই বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কনটেইনার খালাসে অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই করোনাভাইরাসের কারণে আমদানি-রফতানি কার্যক্রমের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যও তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসতে পারছে না। তার ওপর সাধারণ ছুটি চলা অবস্থায় কিছু বিদেশী শিপিং কোম্পানি/এজেন্ট তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারকদের ওপর তাদের মর্জিমতো অতিরিক্ত কনটেইনার ডিটেনশন/ডেমারেজ চার্জ আরোপ করছে।

কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার দরুণ শিপিং কোম্পানিগুলো/এজেন্ট বা তাদের মনোনীত ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সরা এ অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করতে পারছে, এমন তথ্য উল্লেখ করে ডিসিসিআই বলছে, শিপিং কোম্পানি অথবা তাদের মনোনীত এজেন্ট কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত কনটেইনার ডিটেনশন/ডেমারেজ চার্জ আরোপের ফলে আমদানীকৃত উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমাদের বিশ্ববাজারে রফতানি সক্ষমতাকে হ্রাস করছে। স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা পণ্যের মূল্যও এতে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর গত ২৯ এপ্রিল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিপিং লাইনগুলোকে বা তাদের মনোনীত এজেন্টদের আমদানিকারকদের ওপর লকডাউন চলাকালে কোনো প্রকার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে নির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা সত্ত্বেও শিপিং কোম্পানিগুলো কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে, যা এ কঠিন সময়ে আমদানিকারকদের ওপর বাড়তি বোঝা হিসেবে আরোপিত হচ্ছে।

ডিসিসিআই মনে করছে, লকডাউন চলাকালীন শিপিং লাইনস বা এজেন্টগুলোর কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ করা উচিত নয় এবং নতুন করে বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকা উচিত। 'পোর্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬' মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং বন্দরের কনটেইনার জট কমাতে যদি কোনো শিপিং লাইনস/এজেন্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো বিধিমালাবহির্ভূত কাজ করে, তবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া বিদেশী শিপিং কোম্পানিগুলোর জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা থাকা উচিত, যাতে আমদানি-রফতানি পণ্যের জাহাজীকরণের সময় যৌক্তিক ও যথোপযুক্ত হারে কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ নির্ধারিত হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে ডিসিসিআই আরো জানিয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০০৬ সালে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক যে লাইসেন্স আইনের অধীন শিপিং লাইনের এজেন্টগুলো বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সরা পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে এজেন্টগুলো বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সদের রাষ্ট্র প্রণীত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রণীত আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি বা নোটিস মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স/শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। যেহেতু এজেন্টগুলো/ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সরা মূল শিপিং লাইনসের হয়েই কাজ করে, তাই মূল শিপিং লাইনগুলোকেও এ নির্দেশনা মেনে চলা উচিত।

এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ডিসিসিআই বলছে, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাগুলোকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে যেন লকডাউন চলাকালীন সংগৃহীত কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ শিপিং লাইনসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স হিসেবে বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ না করা হয়।

অন্যদিকে সর্বোচ্চ কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ কত হতে পারে, তার একটি সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে ডিসিসিআই। সংগঠনটি বলছে, মাঝেমধ্যে দেখা যায় কনসাইনমেন্ট বা চালানের মোট মূল্যের চেয়ে ক্রমবর্ধিত ডেমারেজ চার্জ বেশি নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩-এর ৭৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা যেতে পারে। ফলে আমদানিকারকদের ওপর তাদের পূর্বানুমোদন ছাড়া শিপিং লাইনসগুলো তাদের মর্জিমতো ডেমারেজ চার্জ আরোপ করতে পারবে না। আমরা যদি অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেখি তাহলে দেখা যায়, ভারত ও নিউজিল্যান্ড তাদের শিপিং লাইনসগুলোকে এরই মধ্যে লকডাউন পরিস্থিতি বিবেচনায় তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারদের ওপর ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতের ও নিউজিল্যান্ডের শিপিং লাইনসগুলো তাদের রাষ্ট্র প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে আমদানিকারকদের চার্জ মওকুফ করে পত্র প্রদান করেছে।

এর বাইরে ডিসিসিআই বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো/ অফডক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লকডাউন চলাকালীন খালি কনটেইনার হ্যান্ডলিং চার্জ ও রফতানি পণ্য কনটেইনারে লোডিং চার্জ মওকুফের আহ্বান জানিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের এ ক্রান্তিলগ্নে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বন্দর সম্পর্কিত চার্জগুলো যেমন ক্রেন চার্জ, লোডিং, আনলোডিং চার্জ, কনটেইনার ডিসচার্জিং চার্জ কমানোরও আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই।

সমকাল
১৭ মে, ২০২০

কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বন্দরে আটকে পড়া কনটেইনারের ডেমারেজ চার্জ নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, শিপিং কোম্পানি বা তাদের এজেন্টগুলো সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করছে। এতে কাঁচামালের আমদানি খরচ বাড়ছে, যা উদ্যোক্তাদের রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমাচ্ছে। আবার স্থানীয় বাজারে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ উদ্বেগের বিষয়ে সহমত জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি ভারত ও নিউজিল্যান্ডের শিপিং কোম্পানির মতো কনটেইনারের ডেমারেজ চার্জ মওকুফের দাবি জানিয়েছে।

ডিসিসিআই বলেছে, সাধারণ ছুটির কারণে সেবা খাত অনেকাংশে বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কনটেইনার খালাসে অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতা হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কিছু বিদেশি শিপিং কোম্পানি বা তাদের এজেন্ট আমদানিকারকদের ওপর তাদের মর্জিমত অতিরিক্ত কনটেইনার ডিটেনশন বা ডেমারেজ চার্জ আরোপ করছে। কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এ অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করতে পারছে। যদিও নৌপরিবহন অধিদপ্তর গত ২৯ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে শিপিং লাইনসগুলোকে বা তাদের এজেন্টদের আমদানিকারকদের ওপর লকডাউন চলাকালে কোনো প্রকার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু শিপিং কোম্পানিগুলো ওই নির্দেশনাকে গুরুত্ব না দিয়ে কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে।

সংগঠনটি বলছে, লকডাউন চলাকালীন কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ করা উচিত নয়। পোর্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
১৭ মে, ২০২০

শিপিং লাইনের কনটেইনার ডেমারেজে আমদানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

যুগান্তর রিপোর্ট

লকডাউন চলাকালীন বিদেশি শিপিং কোম্পানি ও তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের অনিয়ন্ত্রিত কনটেইনার ডিটেনশন/ডেমারেজ চার্জ আরোপের ফলে উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বিশ্ববাজারে রফতানি সক্ষমতাকে হ্রাস করছে। অন্যদিকে স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শিল্প ও জনগণের স্বার্থে শিপিং কোম্পানির ডেমারেজ মওকুফসহ অফ-ডকে খালি কনটেইনার হ্যান্ডলিং চার্জ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের ক্রেন চার্জ মওকুফের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

শনিবার ডিসিসিআই থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকার সমুদ্র বন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। তবুও অন্য সেবা খাতের অনেকাংশই বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কনটেইনার খালাসে অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে।

■ পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৬

লকডাউন চলা অবস্থায় কিছু বিদেশি শিপিং কোম্পানি ও তাদের এ দেশীয় এজেন্ট আমদানিকারকদের ওপর তাদের মর্জিমতো অতিরিক্ত কনটেইনার ডিটেনশন বা ডেমারেজ চার্জ আরোপ করছে। কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় শিপিং কোম্পানিগুলো/এজেন্ট বা তাদের মনোনীত ফ্রেইট ফরওয়াডার্সরা এ অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করতে পারছে। এ কারণে উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারে রফতানি সক্ষমতাকে হ্রাস করছে। স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য আমদানি পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারত, নিউজিল্যান্ড শিপিং কোম্পানির ডেমারেজ মওকুফ করেছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২৯ এপ্রিল নৌপরিবহন অধিদফতর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিপিং লাইন্সগুলোকে বা তাদের মনোনীত এজেন্টদের আমদানিকারকদের ওপর লকডাউন চলাকালে কোনো প্রকার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি জারি করা সত্ত্বেও শিপিং কোম্পানিগুলো কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে। যা এ কঠিন সময়ে আমদানিকারকদের ওপর বাড়তি বোঝা হিসেবে নিপতিত হচ্ছে।

ডিসিসিআই'র মতে, লকডাউন চলাকালীন শিপিং লাইন্স বা এজেন্টদের কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করা উচিত এবং নতুন করে বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকা উচিত। 'পোর্ট অর্ডিনেন্স ১৯৭৬' মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাছাড়া বিদেশি শিপিং কোম্পানিগুলোর জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা থাকা উচিত, যাতে আমাদানি-রফতানি পণ্যের জাহাজীকরণের সময় যৌক্তিক ও যথোপযুক্ত হারে কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ নির্ধারিত হতে পারে।

ডিসিসিআই মনে করে, সর্বোচ্চ কনটেইনার ডেমারেজ চার্জ কত হতে পারে তার একটি সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কেননা মাঝে মধ্যে কনসাইনমেন্ট বা চালানের মোট মূল্যের চেয়ে ডেমারেজ চার্জ বেশি নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিনেন্স ১৯৮৩-এর ৭৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা যেতে পারে। যার ফলে আমদানিকারকদের ওপর তাদের পূর্বানুমোদন ছাড়া শিপিং লাইন্সগুলো তাদের মর্জিমতো ডেমারেজ চার্জ আরোপ করতে পারবে না। ভারত ও নিউজিল্যান্ড তাদের শিপিং লাইন্সগুলোকে ইতোমধ্যে লকডাউন পরিস্থিতি বিবেচনায় তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারকদের ওপর ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক শিপিং লাইন্সগুলো নির্দেশনা মেনে আমদানিকারকদের চার্জ মওকুফ করে চিঠি দিয়েছে।

একই সঙ্গে বেসরকারি আইসিডি/অফ-ডক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লকডাউন চলাকালীন খালি কনটেইনার হ্যান্ডলিং চার্জ ও রফতানি পণ্য কনটেইনারে লোডিং চার্জ মওকুফ করার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বন্দর সম্পর্কিত চার্জগুলো যেমন ক্রেন চার্জ, লোডিং, আনলোডিং চার্জ, কনটেইনার ডিসচার্জিং চার্জ কমানোর আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The daily janakantha
১৭ মে, ২০২০

বেসরকারী কন্টেনার ডিপোর কন্টেনার হ্যান্ডেলিং চার্জ মওকুফের দাবি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ শনিবার এক বিবৃতিতে বেসরকারী অভ্যন্তরীণ কন্টেনার ডিপো বা অফ-ডক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লকডাউন চলাকালীন খালি কন্টেনার হ্যান্ডলিং চার্জ ও রফতানি পণ্য কন্টেনারে লোডিং চার্জ মওকুফ করার আহ্বান জানিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের এ ক্রান্তিলগ্নে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বন্দর সম্পর্কিত চার্জসমূহ যেমন ক্রেন চার্জ, লোডিং, আনলোডিং চার্জ, কন্টেনার ডিসচার্জিং চার্জ কমানোর আহ্বানও জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার।

বিবৃতিতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে গত ২৬ মার্চ থেকে অবরুদ্ধ বা লকডাউন ঘোষণা করেছে, যা আগামী ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, সরকার যদিও সমুদ্র বন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে, তবুও অন্যান্য সেবাখাত অনেকাংশেই বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কন্টেনার খালাসে অনীচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই করোনাভাইরাসের কারণে আমদানি, রফতানি কার্যক্রমের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যও তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসতে পারছে না, তার ওপর লকডাউন চলা অবস্থায় কিছু বিদেশী শিপিং কোম্পানি ও এজেন্ট তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারকদের ওপর তাদের মর্জিমতো অতিরিক্ত কন্টেনার ডিটেনশন বা ডেমারেজ চার্জ আরোপ করছে।

আমাদের অর্থনীতি
১৭ মে, ২০২০

[১]লকডাউন পরিস্থিতিতে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপে ডিসিসিআইর উদ্বেগ প্রকাশ

মো. আখতারুজ্জামান : [২] করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে গত ২৬ মার্চ থেকে লকডাউন ঘোষণা করেছে। যা আগামী ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, সরকার যদিও সমুদ্র বন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য সেবাখাত সীমিত থাকায় কন্টেইনার খালাসে অনীচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা হচ্ছে। শনিবার ডিসিসিআই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কথা জানিয়েছে। [৩] বলা হয়েছে, লকডাউন চলাকালীন সময়ে শিপিং লাইনস বা এজেন্টসমূহের কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করা উচিত। সেই সঙ্গে নতুন করে বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকা উচিত। বিদেশি শিপিং কোম্পানিগুলোর জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা থাকা উচিত যাতে করে আমাদানি রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণের সময় যৌক্তিক ও যথোপযুক্ত হারে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ নির্ধারিত হতে পারে।

[৪] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০০৬ সালে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক যে লাইসেন্স আইনের অধীন শিপিং লাইনের এজেন্টসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, এজেন্টসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রণীত আইন, নীতিমালা, বিধিসমূহ, নির্দেশনা মেনে চলতে হবে অন্যথায় শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স বাতিল হতে পারে।

দেশ রূপান্তর
১৭ মে, ২০২০

কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ না নেওয়ার দাবি ডিসিসিআইর

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ মওকুফ করছে। কিন্তু এই সময় সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে শিপিং কোম্পানিগুলো। চলমান সংকটে এ ধরনের চার্জ নেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। তাদের দাবি, বাড়তি চার্জে পণ্য উৎপাদন খরচ বাড়বে। ফলে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। একই সঙ্গে স্থায়ী ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা পণ্যের দামও বেড়ে যাবে। তাই এ পরিস্থিতিতে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ না আরোপের পাশাপাশি নতুন বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকার দাবি তুলেছে সংগঠনটি।

গতকাল ডিসিসিআইর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা মোকাবিলায় সরকার সারা দেশে গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি (কার্যত লকডাউন) ঘোষণা করেছে, যা আগামী ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার সমুদ্রবন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করলেও অন্যান্য সেবা খাত বেশিরভাগই বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কন্টেইনার খালাসে অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই করোনার কারণে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরতে পারছে না। তার ওপর লকডাউন অবস্থায় কিছু বিদেশি শিপিং কোম্পানি বা এজেন্ট তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারকদের ওপর তাদের মর্জিমতো অতিরিক্ত কন্টেইনার ডিটেনশন বা ডেমারেজ চার্জ আরোপ করছে। কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় শিপিং কোম্পানি বা এজেন্ট বা তাদের মনোনীত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সরা এ অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করতে পারছেন। শিপিং কোম্পানি অথবা তাদের মনোনীত এজেন্ট অনিয়ন্ত্রিত কন্টেইনার ডিটেনশন বা ডেমারেজ চার্জ আরোপের ফলে আমদানিকৃত উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামালের মূল্য বাড়ছে, যা আমাদের বিশ্ববাজারে রপ্তানি সক্ষমতাকে কমাচ্ছে। স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা পণ্যের মূল্যও এতে বাড়ছে।

ডিসিসিআই বলছে, এর মধ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তর গত ২৯ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে শিপিং লাইনস বা তাদের মনোনীত এজেন্টদের আমদানিকারকদের ওপর লকডাউন চলাকালে কোনো প্রকার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে নির্দেশনা দেয়। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি সত্ত্বেও শিপিং কোম্পানিগুলো কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে, যা এ কঠিন সময়ে আমদানিকারকদের ওপর বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লকডাউন চলাকালে শিপিং লাইনস বা এজেন্টগুলোর কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করার পাশাপাশি নতুন বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকার দাবি করে ডিসিসিআই। সংগঠনটি জানায়, 'পোর্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬' মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাছাড়া বিদেশি শিপিং কোম্পানিগুলোর জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা থাকা উচিত। এতে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণের সময় যৌক্তিক ও যথোপযুক্ত হারে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ নির্ধারিত হতে পারে।

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ২০০৬ সালে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক যে লাইসেন্স আইনের অধীন শিপিং লাইনের এজেন্টগুলো বা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সরা পরিচালিত হয়ে থাকে সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, এজেন্টসমূহ বা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সদের রাষ্ট্র প্রণীত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রণীত আইন, নীতিমালা, বিধিসমূহ, নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি বা নোটিস মেনে চলতে হবে অন্যথায় ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স বা শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। যেহেতু এজেন্ট বা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সরা মূল শিপিং লাইনসের হয়েই কাজ করেন তাই মূল শিপিং লাইনসগুলোকেও এই নির্দেশনা মেনে চলা উচিত। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর জারিকৃত নির্দেশনাগুলোকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে যেন লকডাউন চলাকালে সংগৃহীত কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ শিপিং লাইনসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স হিসেবে বিদেশি মুদ্রায় পরিশোধ না করা হয়।

নির্দেশনা মানছে না শিপিং কোম্পানিগুলো

সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ কত হতে পারে তার একটি সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কারণ মাঝেমধ্যে দেখা যায়, কনসাইনমেন্ট বা চালানের মোট মূল্যের চেয়ে ক্রমবর্ধিত ডেমারেজ চার্জ বেশি নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩-এর ৭৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা যেতে পারে, এতে আমদানিকারকদের ওপর তাদের পূর্বানুমোদন ছাড়া শিপিং লাইনসগুলো মর্জিমতো ডেমারেজ চার্জ আরোপ করতে পারবে না। অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারত, নিউজিল্যান্ড শিপিং লাইনসগুলোকে ইতিমধ্যে লকডাউন পরিস্থিতি বিবেচনায় তৃতীয় পক্ষ আমদানিকারদের ওপর ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করতে অনুরোধ করেছে। ভারতের ও নিউজিল্যান্ডের শিপিং লাইনসগুলো তাদের দেশের নির্দেশনা মেনে আমদানিকারকদের চার্জ মওকুফ করে চিঠি দিয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
১৭ মে, ২০২০

নির্দেশ অমান্য

কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ নিচ্ছে শিপিং কোম্পানি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ মওকুফ করছে, ঠিক এই সময়ে সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ অব্যাহত রেখেছে শিপিং কোম্পানিগুলো। চলমান সঙ্কটকালে এ ধরনের চার্জ নেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো ও বড় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। তাদের দাবি, বাড়তি চার্জের কারণে পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়বে। ফলে রফতানি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। একই সঙ্গে স্থায়ী ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা পণ্যের মূল্যও বেড়ে যাবে। তাই চলমান পরিস্থিতিতে কন্টেইনার ডেমারেজ চার্জ আরোপ না করার পাশাপাশি নতুন বা অতিরিক্ত চার্জ আরোপ থেকেও বিরত থাকার দাবি তুলেছে সংগঠনটি। গতকাল শনিবার ডিসিসিআই এক বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানায়। এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি (কার্যত লকডাউন) ঘোষণা করেছে যা আগামী ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার যদিও সমুদ্র বন্দরগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে, তবু অন্যান্য সেবাখাত অনেকাংশেই বন্ধ বা সীমিত থাকায় পণ্য বা কন্টেইনার খালাসে অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই করোনাভাইরাসের কারণে আমদানি-রফতানি কার্যক্রমের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসতে পারছে না, তার ওপর লকডাউন চলা অবস্থায় কিছু বিদেশি শিপিং কোম্পানি

পৃঃ ৭ কঃ ৩